# ফিকহে সাকালাইন

## প্রাণীর হারাম ও বর্জনীয় অঙ্গসমূহ

maqtabethaqalayn.com

# ফিকহে সাকালাইন

## প্রাণীর হারাম ও বর্জ্জনীয় অঙ্গসমূহ

সংকলকঃ

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ

মাক্তাবে সাকালাইন

# মাক্তাবে সাকালাইনের বানী

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি)-কে। এবং তাঁর পর মানবজাতির সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য মনোনীত করেছেন তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আলাইহিমুস সালাম)-কে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করে গিয়েছিলেন—

**"আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান জিনিস (সাকালাইন) রেখে যাচ্ছি: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার ইতরাত (আহলে বাইত)। তোমরা যদি এ দুটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না।"**

- সুত্রঃআল কাফি- ১ম খণ্ড, কিতাবুল হুজ্জাহ (অধ্যায়: কিতাবুল্লাহ ও আহলে বাইতের আনুগত্য), হাদিস নম্বর: ৪।
- কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নি’মাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৪, অধ্যায় ২২, হাদিস নম্বর:৪৫৫
- সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস নম্বর: ৩৭৮৬

এই মহান আদর্শকে ধারণ করেই 'মাকতাব-এ সাকালাইন'-এর যাত্রা। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের বিশুদ্ধ শিক্ষা, হাদিস ও ফিকহি বিধানসমূহকে সহজ, প্রাঞ্জল ও বিকৃতিমুক্তভাবে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ইসলাম কেবল কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়, বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য এতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। সালাত , সিয়াম, খাদ্যগ্রহণ, পরিচ্ছন্নতা, জবেহকৃত প্রাণীর বিধান থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের সকল মাসআলায় আহলে বাইতের ফিকহ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিনির্ভর নির্দেশনা প্রদান করে।

আমরা আশা করি, 'ফিকহে সাকালাইন' সিরিজের এই ইবুকটি পাঠকদের আহলে বাইতের ফিকহি সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে এবং দৈনন্দিন জীবনে শরীয়তের সঠিক বিধান মেনে চলতে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন।
— মাকতাব-এ সাকালাইন

## বিশেষ নোটঃ

পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই ইবুকে উল্লেখিত বর্ণিত হাদিস, ফিকহি মাসআলা ও বিধানসমূহ শিয়া মাযহাবের অন্যতম মৌলিক হাদিস গ্রন্থ ‘আল-কাফী’-এর নিম্নলিখিত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংকলিত ও উদ্ধৃত করা হয়েছে:

- গ্রন্থ: আল-কাফী
- লেখকঃ ইয়াকুব কুলাইনি (রহ)
- খণ্ডঃ ৬
- অধ্যায়: ৫ খাদ্যদ্রব্য অধ্যায়
- পরিচ্ছেদ): ৭
- পরিচ্ছেদের শিরোনাম: ছাগল (বা ভেড়া) এবং অন্যান্য প্রাণীর যেসব অংশ খাওয়া যায় না বা হারাম

আহলে বাইতের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ফিকহি বিধানসমূহ মূল আরবি গ্রন্থ থেকে যথাসম্ভব সঠিক ও বিকৃতিমুক্তভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এই পাঠ্যটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

maqtabethaqalayn.com

## হাদিস-১

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ
حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ .

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ঈসা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ আদ-দিহকান থেকে, তিনি সালিহ (বা দুরুস্ত) থেকে, তিনি ইব্রাহিম ইবনে আব্দুল হামিদ থেকে, তিনি আবুল হাসান ইমাম আল-রেজা (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন।

**"ছাগল (বা ভেড়া/গবাদি পশু) থেকে সাতটি জিনিস হারাম করা হয়েছে: রক্ত, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, মূত্রাশয়, গ্রন্থি (গিল্টি/টিউমার জাতীয় গঠন), প্লীহা এবং পিত্তাশয়।"**

বিঃদ্রঃ পশুর মাংস কাটাকাটি করার সময় খেয়াল করলে দেখা যায়, লাল বা হালকা গোলাপি মাংসের ফাঁকে ফাঁকে সাদাটে, কালচে বা ধূসর রঙের ছোট ছোট চর্বি বা মাংশের মতো গোল গোল গুটলি আটকে থাকে। এগুলো সাধারণ মাংশের মতো নরম বা চর্বির মতো মসৃণ হয় না, একটু শক্ত ও গুটি গুটি হয়ে থাকে। এগুলোকেই বাংলায় 'গিল্টি' বা 'গ্রন্থি' বলা হয়।

## হাদিস-২

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ
قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِفَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتُونِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍفَقَالَ شُقُّوا الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ وَ شُقُّوا الْكَبِدَ ( عليه السلام ) مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ ( عليه السلام ) فَمُرِسَا فِي الْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْهُ وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ حَتَّى بَقِيَ جِلْدُ الطِّحَالِ وَ عِرْقُهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আবু ইয়াহইয়া আল-ওয়াসিতী থেকে (মরফু সূত্রে) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

**আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) কসাইদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে ছাগলের (বা গবাদি পশুর) সাতটি জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে রক্ত, গ্রন্থি (গিল্টি), হৃদপিণ্ডের কান (অলিন্দ/রক্তনালী সংক্রান্ত গঠন), তিল্লি, মজ্জা (মেরুদণ্ডের মজ্জা), অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ বিক্রি করতে নিষেধ করলেন।**

তখন এক কসাই তাঁকে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! কলিজা এবং তিল্লি তো একই জিনিস!" তিনি (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ, ওহে অজ্ঞ! আমার কাছে দুই পাত্র পানি নিয়ে এসো, আমি তোমাকে এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দিচ্ছি।"
এরপর একটি কলিজা, একটি তিল্লি এবং দুই পাত্র পানি আনা হলো।

তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন, "তিল্লিটিকে মাঝখান থেকে চিরে ফেলো এবং কলিজাটিকেও মাঝখান থেকে চিরে ফেলো।" তারপর তাঁর নির্দেশে উভয়টিকে পানিতে চটকানো (বা ধোয়া) হলো। ফলে কলিজাটি সাদা হয়ে গেল এবং এর মাংসের কোনো ক্ষয় হলো না; অন্যদিকে তিল্লিটি সাদা হলো না, বরং এর ভেতরের সবকিছু বের হয়ে পুরোটাই রক্তে পরিণত হলো—অবশেষে কেবল তিল্লির চামড়া ও রগগুলো অবশিষ্ট রইল।
তখন তিনি তাকে বললেন, "এটাই হলো এই দুটির মধ্যকার পার্থক্য—কলিজা হলো মাংস, আর তিল্লি হলো রক্ত।

maqtabethaqalayn.com

## হাদিস-৩

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام )
قَالَ لَا تُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ .

আমাদের একদল সঙ্গী, সাহল ইবনে জিয়াদ থেকে, তিনি ইয়াকুব ইবনে ইয়াজিদ থেকে, তিনি ইবন আবী উমাইর থেকে, তিনি আমাদের কতিপয় সঙ্গী সূত্রে আবু ইমাম জাফর আস-সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন।
তিনি বলেন:

**"ছাগল (বা ভেড়া/গবাদি পশু) থেকে ১০টি জিনিস খাওয়া যাবে না: গোবর (বা নাড়িভুঁড়ির বর্জ্য/বিষ্ঠা), রক্ত, প্লিহা, মজ্জা (মেরুদণ্ডের মজ্জা), ঘাড়ের শক্ত রগ (নার/লিগামেন্ট), গ্রন্থি (গিল্টি), লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, স্ত্রী জননেন্দ্রিয় (যোনি) এবং পিত্তাশয়।"**

## হাদিস-৪

( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عليهم السلام )
قَالَ لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْبَيْضَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ .

আলী ইবনে ইব্রাহিম, তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইসমাইল ইবনে মাররার থেকে, তিনি ইমামগন [আলাইহিমুস সালাম]-এর সূত্রে বর্ণনা করেন।
তিনি বলেন:
"উট, গরু, ছাগল (বা ভেড়া) এবং এ জাতীয় অন্যান্য পশু—যাদের মাংস খাওয়া হালাল—তাদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খাওয়া যাবে না:
১. স্ত্রী জননেন্দ্রিয় (যোনি): এর ভেতরে যা রয়েছে তা সহ, এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অংশ, ২. লিঙ্গ, ৩. অণ্ডকোষদ্বয়, ৪. ফুল/গর্ভফুল (ফুলঝুরি/প্লাসেন্টা): যা হলো গর্ভস্থ সন্তানের স্থান (জরায়ুবেষ্টনী), ৫. প্লিহা: কারণ এটি (মূলত) রক্ত, ৬. গ্রন্থি (গিল্টি): রগ/রক্তনালী সহ, ৭. মেরুদণ্ডের মজ্জা (সুষুম্নাকাণ্ড): যা মেরুদণ্ডের ভেতরের মজ্জা, ৮. পিত্তাশয়, ৯. চোখের মণি (কনীনিকা), ১০. মস্তিষ্কের গুটি (পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বা মগজের ভেতরের ছোলা সদৃশ গুটি), এবং ১১. রক্ত।"

## হাদিস-৫

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ( عليه السلام )
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ
لَحْماً فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ

আমাদের একদল সঙ্গী, সাহল ইবনে জিয়াদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান ইবনে শামমুন থেকে, তিনি আল-আসাম থেকে, তিনি মিসমা থেকে, তিনি ইমাম জাফর আস-সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:
"তোমাদের কেউ যখন মাংস ক্রয় করে, সে যেন তা থেকে গ্রন্থি (গিল্টি/গুটলি) বের করে ফেলে (কেটে ফেলে দেয়); কারণ এটি কুষ্ঠরোগের শিরাকে/জীবাণুকে উত্তেজিত করে (উস্কে দেয়)।"

## হাদিস-৬

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَرِهَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ .

সাহল ইবনে জিয়াদ, আমাদের কতিপয় সঙ্গী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইমাম) (হালাল প্রানির) দুইটি কিডনি (বা গুর্দা) খাওয়া অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন:
"নিশ্চয়ই এ দুটো হলো প্রস্রাব জমার/একত্রিত হওয়ার স্থান।"

নোটঃ শেখ আবু জাফর আল-তুসী (রহ.) তার “আল খিলাফ” গ্রন্থের ২৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য করেছেন আমাদের ইমামগন (আ.) কিডনি (গুর্দা) খাওয়া অপছন্দ করেছেন এর অর্থ হলো মাকরুহ।

# মাকতাবে সাকালাইন
# মিশন ১৪৫০ হিজরী

বাংলাদেশে আহলেবাইতের অনুসারিদের একটি স্বনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, বিদআত-মুক্ত টেকসই অনুসারি গড়ে তোলা; যা কুরআন ও আহলেবাইত (আ.)-এর বিশুদ্ধ শিক্ষার আলোকে নিজস্ব সত্তা সংরক্ষণ করে জাতীয় ও মানবকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমাদের লক্ষ্য: ১৪৫০ হিজরী সালের মধ্যে সাকালাইনের অনুসারিদের জন্য, প্রামাণ্য ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরযোগ্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করা।

## 📜 আমাদের লক্ষঃ মূল স্তম্ভসমূহ

**১. জ্ঞান, গবেষণা ও প্রকাশনা**

- **মূলগ্রন্থের অনুবাদ:** বিশুদ্ধ মানহাজ অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ (কুতুবে আরবা সহ) সাবলীল বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ।

- **অনুবাদ ব্যুরো:** আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে ক্লাসিক্যাল ইসলামিক পাণ্ডুলিপি বাংলায় স্থানান্তরের জন্য একটি স্থায়ী অনুবাদ ব্যুরো স্থাপন।
- **গবেষণা লাইব্রেরি:** গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা।
- **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম**: ইবুক, অডিও বুক, লেকচার ও প্রামাণ্য নিবন্ধ সহজলভ্য করতে আধুনিক অ্যাপস ও ওয়েবসাইট পরিচালনা।
- **তাহকীক সেল:** জাল/ভিত্তিহীন বর্ণনা চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামি সাহিত্যে প্রবেশ করা বিদআতের বৈজ্ঞানিক ও দলিলভিত্তিক জবাব প্রদান।

**২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা**

- **হাওজা ও মাদ্রাসা:** বিশুদ্ধ শিক্ষাধারাভিত্তিক হাওজা/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য আলেম ও গবেষক গড়ে তোলা।
- **নারী শিক্ষা:** নারীদের জন্য পৃথক, নিরাপদ ও উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।
- **মক্তব কার্যক্রম:** শিশু-কিশোরদের সঠিক আকাইদ, আখলাক ও কুরআন শিক্ষার জন্য সারাদেশে মক্তব ব্যবস্থা পরিচালনা।

**৩. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন**

- **কারজে হাসানা:** সুদ মুক্ত ও কল্যাণমুখী অর্থায়ন ব্যবস্থার বিকাশ।
- **ওয়াকফ তহবিল:** টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির জন্য সুসংগঠিত ওয়াকফ ও এন্ডাউমেন্ট পরিচালনা।
- **দক্ষতা উন্নয়ন:** তরুণদের জন্য কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- **স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা:** শরীয়তসম্মত আর্থিক অবদান (খুমস/সাদাকা) সংগ্রহ ও বণ্টনে শতভাগ সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৪. **সমাজ ও মানবকল্যাণ**

- **পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা:** এতিম, বিধবা ও দুস্থ পরিবারসমূহের পুনর্বাসনে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ।
- **জরুরি ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি ত্রাণ বিতরণ এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালনা।
- **পারিবারিক ও আইনি সহায়তা:** পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষায় কাউন্সেলিং সেবা এবং দুস্থদের সাকালাইনের আলোকে আইনি সহায়তা প্রদান।

### ৫. মিডিয়া ও দাওয়াহ

- **প্রামাণ্য কনটেন্ট:** আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে ইতিহাস ও দ্বীনি শিক্ষার বিশুদ্ধ উপস্থাপনা।
- **গবেষণাপত্র ও সাময়িকী:** নিয়মিত বিরতিতে মানসম্মত গবেষণা সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশ।
- **ডিজিটাল হেল্পলাইন:** সাধারণ মানুষের দ্বীনি সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিচালিত হেল্পলাইন।

### ৬. প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও নেতৃত্ব

- **যুব নেতৃত্ব:** নতুন প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- **আঞ্চলিক বিকাশ:** মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক শাখা সম্প্রসারণ।
- **আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক:** নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সাথে কেবল জ্ঞানভিত্তিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা।

## 🕋 আমাদের মূলনীতি

- অবিচল আকিদা: তাওহীদ, নবুওয়াত, ইমামত এবং ইমাম মাহদী (আ.জ.)-এর হুকুমতের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য।
- বিশুদ্ধতা: ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত ও বিদআত থেকে মুক্ত থেকে কেবল প্রামাণ্য সনদের অনুশীলন।
- ইলম ও আমল: তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে ইসলামি চরিত্র ও আখলাকের প্রতিফলন।
- স্বনির্ভরতা: স্থানীয় সক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন।
- সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: প্রাতিষ্ঠানিক সকল পরিচালনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় আমানতদারি রক্ষা।

মাকতাবে সাকালাইন মিশন ১৪৫০ — জ্ঞান, সত্য ও ইনসাফের আলোকে এক আলোর পথচলা। তাই আপনিও মাক্তাব এ সাকালাইনের এই মহান মিশনে যুক্ত হতে পারেন।

01924892101

# আমদের ডিজিটাল প্লাটফর্ম

WhatsApp 01924892101

Our website adress
maqtabethaqalayn.com

Our Facebook Page
Maqtab e Thaqalayn

ab
Our Youtube Channel
Maqtab e Thaqalayn

Our Gmail adress
maqthabthaqalayn@gmail.com

Thank you

AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন
AHLUL BAYT